

আমি কিভাবে একাধিক দেশে একাধিক স্কলারশিপ পেলাম..

NURUL HUDA HABIB, MONDAY, MAY 11, 2020,

একান্তই নিজের কিছু কথা বলবো। কথাগুলো সহস্র দুর্বলতার সঙ্গে তীব্র আত্মবিশ্বাসের সংমিশ্রণে সাঁজানো এক টুকরো সফলতার গল্পগাঁথা।

ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতাম 'আইন' পড়বো, ল'ইয়ার/জাজ হবো। দাখিলে (২০০৮) সাইন্স পড়েছি। ফিজিক্স-ক্যামিস্ট্রিতে A+ পেলেও অংকে আমার মরণদশা। আলিমে (২০১০) 'আর্টস্' নিলাম। GPA-5 পাবার মত ছাত্র ছিলামনা হয়তো, এজন্য কোনোটাতেই পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কোচিং করা হলোনা নানা কারণে। 'ফোকাস' গাইড এবং 'কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স'-ই ছিল আমার 'অঙ্কের যষ্টি'। প্রস্তুতি ভাল না থাকায় ঢাবি-তে ফর্ম উঠাইনি। খামোখা টাকা নষ্ট করে কি ফায়দা।

আল্লাহর মেহেরবাণীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মেরিট পজিশন ২২ তম হলো। যথারীতি ভর্তির সমস্ত প্রস্তুতি সহ ভাইভা দিলাম। ভাইভার পর বের হয়ে শুনলাম চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ওয়েটিং লিস্ট'-এ আছি। ইবি-তে ভর্তির সমগ্র ইচ্ছেকে মেইন গেটে কবর দিয়ে ছুটলাম রাজশাহীর পথে।

কোচিং না করলেও, প্রস্তুতি ভাল না হলেও আমার সুতীব্র আত্মবিশ্বাস ছিল 'আমি বাংলাদেশের কোনো না কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বো ইনশাআল্লাহ'। দীর্ঘ একমাস ওয়েট করার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগে ভর্তি হলাম। তৃতীয় বর্ষে সিদ্ধান্ত নিলাম বিদেশে পড়তে যাবো। উল্লেখ্য, সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্তও ভাবতাম অনার্স শেষ করে আইন পড়বো।

২০১৫ সালে তুরস্কে পিএইচডি গবেষণারত এক ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি 'Higher Study Seminar'-এ এলেন আলোচক হিসেবে। যথেষ্ট উৎসাহ পেলাম সেমিনার থেকে। IELTS নামক যমদূতের নামটি উনি বারবার উচ্চারণ করছিলেন। রুমে ফিরেই পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার স্টাডি রিলেটেড সাবজেক্ট সমূহে আবেদনের শর্ত ও নিয়মাবলি খুঁজতে লাগলাম।

যেখানেই আবেদন করতে যাই, কিছু দেশ (সৌদি, মিশর, তুরস্ক....) ব্যতীত অধিকাংশই দেখি IELTS চায়। খুব জিদ চেপে গেল মাথায়। পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে কোনো কোর্স না করেই অনার্স ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষা শেষ করে পরের দিনই British Council এর রাজশাহী শাখায় সরাসরি IELTS-এ ভর্তি হলাম। অনেকেই টিপ্পনী কাটতো, আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কেউবা 'ইংলিশম্যান' বলে তাম্বিল্য করতো। আহত হতাম, কিন্তু সিদ্ধান্তে স্থির ছিলাম।

৪ মাস পর সেখানেই টেস্ট দিলাম। আমার তখনও ল্যাপটপ ছিলনা। বারবার 'হ্যাং' হওয়া কমদামী **Symphony** মোবাইলটাতেই **Cambridge Series** এর 'Listening' গুলো প্র্যাকটিস করতাম। **Speaking** এর জন্য কোনো কোর্স করিনি, আমেরিকা ফেরত ক্যাম্পাসের এক ফ্রেন্ডের সাথে বিনোদপুর বাজারে (ক্যাম্পাসের পাশে) আড্ডা দিতাম আর ইংরেজী বলতাম। ফাজলামো, দুষ্টুমি বাঁদরামি সবই আমরা দু'জন ইংরেজিতে করতাম।

রেজাল্টের দিন কোচিংয়ের সহপাঠিনী ক্যাম্পাসের এক বড় আপুকে বললাম, আমি মোবাইল দিয়ে ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারছি না, আপনি একটু আমার স্কোরটা দেখে জানান প্লিজ! উনি আমার রেজাল্টের **Screenshot** পাঠালেন। আলহামদুলিল্লাহ, সার্বিক বিচারে ভাল না হলেও আমার **Skill** এর বিচারে স্কোর একেবারে মন্দ হয়নি।

#IELTS স্কোর হাতে পাবার পর আমেরিকা, কানাডা, কোরিয়া সহ বেশ কিছু দেশে রিলেটেড সাবজেক্টের প্রফেসরদের মেইল করা শুরু করলাম। বেশি না, শ'দুয়েক মেইল করেছি। কয়েকজন রিপ্লাই দিয়েছে। কেউ বলেছে- আমার অলরেডি স্টুডেন্ট আছে, কেউ বলেছে- ফান্ডিং নাই ইত্যাদি।

দঃ কোরিয়ার **Chosun University**'র এক প্রফেসর বলল- **You Are Welcome To Our Faculty**. ভাবলাম, কাজ হয়েছে মনে হয়। কিন্তু একি! তারপর ওনাকে প্রায় ৪/৫ টা মেইল দিলেও আর জবাব পাইনি।

কখনো হতাশ হইনি, বিশ্ববিদ্যালয়ে চাপ পাবার মত এক্ষেত্রেও প্রবল আত্মবিশ্বাস কাজ করেছে 'আমি বিদেশে পড়বোই ইনশাআল্লাহ'। সৌদির কিং আব্দুল আজিজের ইন্টারভিউ দিয়েছি, ফাইনালি রিজেক্টেড হয়েছে। তুরস্কে পরপর তিন বছর আবেদন করলেও দুঃখজনকভাবে এরদোয়ান (!) আমাকে প্রতিবারই রিজেক্ট করেছে।

একটা ফেসবুক গ্রুপে বসনিয়ার বর্তমান কোর্সটির সন্ধান পেলাম। **Medium of Instruction English**। ওদের শর্তাবলি পূরণ হওয়ায় আবেদন করলাম। টিউশন ফি মওকুফ করা হবে মর্মে কয়েকমাস পরে মেইল পেলাম। আমি ফিরতি মেইলে বললাম, আমার বাপের অত টাকা নেই যে, ইউরোপে বাপের টাকায় পড়তে যাবো। স্কলারশিপ দিলে আছি, নইলে খেলবোনা (!)।

কয়েকদিন পরে ওরা মেইল দিল-আচ্ছা, ঠিক আছে তোমাকে আমরা ফুল স্কলারশিপ-ই দিবো, আসো। পোস্টের মাধ্যমে '**Offer Letter**' পাঠালো। টাকায় ওদের অ্যাম্বাসি না থাকায় দিল্লী যেতে হলো। ভিসা আবেদন করলাম, ইন্টারভিউ দিলাম; একমাস পর ভিসা পেলাম। কিন্তু হায়! ততদিনে আমার সেমিস্টার শুরু হয়ে গেছে। ওরা বলল, তাহলে পরের সেমিস্টারে আসো।

তারপর একদিন বাড়িতে বসে দাদুর সাথে গল্প করছি। হঠাৎ একটা মেইল আসল। ওপেন করে দেখি ইন্দোনেশিয়ার **University of Yogyakarta** থেকে ফুল ফ্রী স্কলারশিপের অফার লেটার সহ ভিসা আবেদনের সমস্ত ডকুমেন্টস পাঠিয়েছে। কবে আবেদন করেছিলাম, ভুলেই গিয়েছিলাম।

যাহোক, বসনিয়ার সমস্ত কিছু কনফার্ম হবার পর ইন্দোনেশিয়ার উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে 'না' করে দিলাম। নানা জল্পনা-কল্পনা ও উৎকর্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় পূর্ব ইউরোপের বসনিয়া-হার্জেগোভিনার Faculty of islamic studies: Islam in Europe এ আরেকটি মাস্টার্সে এসেছি। কখনো ভাবিনি, শুরুতেই ইউরোপে যাবো। আলহামদুলিল্লাহ, আমার ইন্টারেস্টের চেয়েও বেটার ফিল্ড পেয়েছি। ইউরোপ ও আমেরিকার ইসলাম, মুসলিম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার খুঁটিনাটি পড়ার সুযোগ হয়েছে।

যবনিকায় বলি, আমার এ জার্ণি সহজ ছিলনা। A+ ছিলনা, বিশ্ববিদ্যালয়েও শেষের সারির ছাত্র ছিলাম। প্রতিটি পদক্ষেপে আমার দুর্বলতা-অযোগ্যতা অন্তরায় হয়েছে। প্রথমবার ইন্ডিয়ান ভিসা রিজেক্টেড হয়েছিল। রবের করুণায় সবই সম্ভব হয়েছে।

কতিপয় পরামর্শঃ

১. আত্মবিশ্বাসের সাথে মনস্তির করা (যেকোনো কাজেই এটি গুরুত্বপূর্ণ)।

২। বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হয়ে তথ্য সংগ্রহ করা ও গুগলের সদ্ব্যবহার করা। সকল তথ্য এখন সহজলভ্য।

৩। ইউরোপে আসতে চাইলে অবশ্যই IELTS করা।

৪। আবেদনের শর্তাবলি ও নিয়মাবলি জেনে, ভালভাবে আবেদন করা।

৫। সর্বোপরি আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল (ভরসা) রেখে সিদ্ধান্তে অটল থাকা।

Nurul Huda Habib

M.A in "Islamic Studies: Islam in Europe"

University of Sarajevo

Bosnia & Herzegovina.